ধর্ম যার যার উৎসব সবার

একটি পর্যালোচনা

ধর্ম যার যার উৎসব সবার

একটি পর্যালোচনা

লেখক

মুফতি মুহাম্মাদ আল-আমিন নূরী

তত্ত্বাবধান

শাইখুল হাদিস আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ.

সম্পাদনা

মুফতি মাহমুদ হাসান বিন আবুল কালাম আযাদ

ইত্তিহাদ

পাবলিকেশন

ধর্ম যার যার উৎসব সবার : একটি পর্যালোচনা

মুফতি মুহাম্মাদ আল-আমীন নূরী
তত্ত্বাবধান : শাইখুল হাদিস আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ.
ভাষা-নিরীক্ষণ : আবদুল্লাহ আল মুনীর
বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯
প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২৩

সর্বস্বত্ব : সংরক্ষিত

অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন
প্রচ্ছদ : শাহ ইফতেখার তারিক

পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ
বইমেলা পরিবেশক : হুদহুদ প্রকাশন

মূল্য : ১১০ (একশত দশ) টাকা মাত্র

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email : ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/ettihadpublication

উৎসর্গ

সেই সত্তার নামে, যার নামে উৎসর্গ করতে হয় সবকিছু।

দারুল উলুম হাটহাজারীর সাবেক সহকারী পরিচালক

শাইখুল হাদিস আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ.

এর দুআ ও অভিমত

বর্তমানে পুরো বাংলাদেশজুড়েই পূজার আয়োজন হয় মহাসমারোহে। আমাদের দেশের হিন্দুরা তাদের এই ধর্মীয় উৎসব পালন করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। শুরুতে তা সীমিত থাকত ঢাকেশ্বরী মন্দির এবং নির্দিষ্ট কিছু মন্দির-মণ্ডপ পর্যন্ত। কিন্তু বিগত কয়েক বছর থেকে যেভাবে পূজা উদ্‌যাপন হচ্ছে তা সম্পূর্ণই ভিন্ন। এসব দেখে মনে হয়, এ যেন হিন্দু অধ্যুষিত একটি দেশ।

এসব পূজামণ্ডপে গিয়ে কিংবা পূজাকেন্দ্রিক কোনো উৎসবে উপস্থিত হয়ে সুশীল সমাজের কেউ কেউ বিভিন্ন নীতিবাক্য ও উপদেশও উচ্চারণ করে থাকেন। এরই সঙ্গে সম্প্রতি তারা আরেকটি কথাও বলতে শুরু করেছেন। সেটি হচ্ছে, 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'।

'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' এটি সমস্ত নবীদের আদর্শবিরোধী কুফরি মতবাদ। তাই জাতির সামনে এর বাস্তবতা তুলে ধরা সময়ের দাবি। সেই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে স্নেহের লেখক আমার প্রিয় ছাত্র, মুফতি মুহাম্মাদ আল-আমিন নূরী কলম হাতে তুলে নেয় এবং একটি পুস্তিকা রচনা করে। আল্লাহ তায়ালা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।

আমি আশা রাখি, এ পুস্তিকা থেকে সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হবে। বিশেষ করে, যারা এ বিষয়টি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের স্বীকার, তাদের ব্যাপক উপকার দিবে। আমি বইটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকেই কবুল করেন। আমিন।

বান্দা মুহাম্মাদ জুনায়েদ বাবুনগরী

২৭. ১১. ১৮ইং

অবতরণিকা

বাংলাদেশে দূর্গাপূজার সময় এলে বিভিন্ন মহল থেকে একের পর এক বিচিত্র রঙে ও ঢঙে বাণী আসতে শুরু করে। ইদানীং একটি বাণী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মহল থেকে জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে, তা হলো– 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার।' এ বছর এর সাথে আরও যুক্ত হয়েছে- 'শারদীয় উৎসব বা দূর্গোৎসব সার্বজনীন উৎসব' নামে একটি আজগুবি কথা। এই কথাগুলো পবিত্র ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। কারণ দূর্গাপূজা মূলত মূর্তিকেন্দ্রিক একটি পূজা। 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' এর মতো একটি কুফুরি শ্লোগান দিয়ে আমরা অনেকেই মূর্তিপূজকদের সাথে মিশে যাচ্ছি। নাউযুবিল্লাহ! হিন্দুরা তাদের পূজায় নিমন্ত্রণ করছে, আর আমরাও অতি উৎসাহে সেখানে উপস্থিত হচ্ছি। উপস্থিত না হতে পারলে আফসোস করছি; অথচ হবার কথা ছিল উল্টো। বন্ধুরা পূজার প্রসাদ এনে দিলে তা হাসিমুখে গলাধঃকরণ করছি; অথচ ভুলক্রমেও পূজার প্রসাদ মুখে গেলে গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করে ফেলে দেবার কথা ছিল।

কতিপয় মুসলিম নামধারীকে পূজায় যেতে অনুৎসাহিত করলে তারা আপনাকে যুক্তি দেখাবে, 'বেড়াতে যাচ্ছি, পূজা তো করতে যাচ্ছি না, আমাদের ঈমান তোমাদের মতো এত হালকা না যে, পূজা দেখতে গেলেই আমাদের ঈমান যাবে।'

১৭ ডিসেম্বর ১৮ সন রোজ বুধবার, সম্ভবত ভোর সাতটায় বন্ধুবর মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক সাহেব ফোন দিয়ে বললেন, 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' বা 'ধর্ম ব্যক্তির উৎসব সবার' এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী? এ বিষয়ে কিছু লেখা দরকার। আমিও অনুভব করলাম এ সম্পর্কে লেখার প্রয়োজনীয়তা। অতঃপর লিখতে শুরু করলাম। আলহামদুলিল্লাহ! খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই লেখার কাজ সম্পন্ন হয়।

লেখাশেষে ফোন করলাম প্রিয় উস্তাদ শাইখুল হাদিস আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ. এর কাছে। জানালাম আমার লেখার কথা। তিনি খুশি

হলেন। সেই সাথে নামটাও সংশোধন করে দিয়ে বললেন, 'ও মিঁয়া! ধর্ম যার যার উৎসব সবার হতে পারে না; বরং উৎসব যার যার ধর্ম সবার। তোমার ধর্ম, আমার ধর্ম, সবার ধর্ম একমাত্র ইসলাম।' তবে বর্তমানে যেহেতু লোকমুখে এটাই প্রচারিত হচ্ছে যে, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। তাই এটাকেই শিরোনাম রেখে পর্যালোচনামূলকভাবে লেখাটি উপস্থাপনা করা হয়েছে।

অনুপ্রেরণা ও প্রকাশনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য মাওলানা ইসহাককে জাযাকাল্লাহ বলতেই হয়। সেই সাথে শুকরিয়া আদায় করতে হয়, প্রাণাধিক প্রিয় উস্তাদ মুফতি মাহমুদুল হাসান বিন আবুল কালাম আযাদ দা. বা. এর। তিনি লেখাটি সম্পাদনা করে প্রকাশের উপযুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকেই উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমিন।

এ লেখাটির কারণে কোনো স্বাধীন দেশে লেখকের বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে কি না, তা আমার জানা নেই। তবে আমাদের দেশে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ফা সাবরুন জামিল।

দোয়ার মোহতাজ
মুহাম্মাদ আল আমিন নূরী
ভুঞাপুর, টাঙ্গাইল।
০১৭৮৯-৯২২৯০৯

সূচিপত্র

পূজা ও বাংলাদেশের অবস্থা ১৩
পূজার উৎসব এবং পূজাকে পৃথকভাবে দেখার সুযোগ নেই ১৪
ঈদের আনন্দ, ঈদের নামায ও কুরবানিকে পৃথকভাবে দেখার সুযোগ নেই ১৪
মুসলিমদের ঈদ হিন্দুদের জন্য নয় এবং হিন্দুদের পূজা মুসলিমদের জন্য নয় ১৫
ভিন্ন ধর্মভিত্তিক উৎসবকে সবার উৎসব সাব্যস্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয় ১৬
ধর্ম যার যার উৎসবও তার তার ১৬
'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' হিন্দুরাও স্বীকার করে না ১৭
যুক্তিসঙ্গ এক ঘটনার উদাহরণ ১৭
মূর্তিপূজা শিরক ও কবিরা গুনাহ ১৮
শিরক করলে দুনিয়ার অবস্থা কেমন হয়? ১৯
'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' এ কথা বলা সুযোগ নেই ২১
এক. দুই ঈদের পটভূমি ২১
দুই. আশুরার রোযার ক্ষেত্রে ইহুদিদের সাথে ভিন্নতা অবলম্বনের নির্দেশ ২২
তিন. দাড়ি রাখা ও গোঁফ ছাটার ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে ভিন্নতা অবলম্বনের নির্দেশ ২৪
চার. নামায আদায়ের ক্ষেত্রে ইহুদিদের সাথে ভিন্নতা অবলম্বনের নির্দেশ ২৫
পাঁচ. আযানের ক্ষেত্রে ইহুদি নাসারাদের সাথে ভিন্নতা অবলম্বন ২৫
অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বনও জায়েয নেই ২৬
সুরা কাফিরুনের শানে নুযুল ২৭
ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জীবন থেকে শিক্ষা ২৮
মুশরিকদের উৎসবে ইবরাহিম আ. এর যোগদান না করা ৩১
মহানবীর মিশন ৩২
একত্ববাদ ও শিরক : একটি পর্যালোচনা ৩৩

মূর্তিপূজকদের সাথে মুসলমানের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না ৩৫
ইসলাম অমুসলিমদের নিরাপত্তা দেয় ৩৫
উমর রা. এর শাসনামলে সংখ্যালঘুদের ধর্মপালনের সুবিধা ৩৬
অমুসলিমদের অনুষ্ঠানে একাত্মতার সুযোগ নেই ৩৬
কাফেরদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ মুসলমানের জন্য হারাম ৩৭
হিন্দুদের পূজায় মুসলিমদের অংশগ্রহণ কতটুকু বৈধ? ৩৮
শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ ৩৯
কুফর ও শিরক সম্পর্কে কুরআনের বাণী ৪০
মূর্তিপূজার ইতিহাস ৪১
যেভাবে লোকেরা মূর্তিপূজায় জড়িয়ে পড়ে ৪২
আরবে মূর্তিপূজা ৪৩
ইবলিসের গোমরাহী ও মূর্তিপূজার কারণে গজব ৪৪
নুহ আ. এর দীনের দাওয়াত ৪৪
নুহ আ. এর দুনিয়াতে আগমন ৪৫
শিরকের জন্য আদ ও সামুদ জাতির ধ্বংস ৪৫
মুসলিম ব্যতিত অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত ৪৬
ছবি নির্মাতাদের কঠিন শাস্তি ৪৭
প্রাণীর ছবি আঁকা বা মূর্তি বানানো হারাম কেনো? ৪৮
সার্বজনীন দুর্গাপূজা ৪৯
আমাদের দায়িত্ব কী? ৪৯
কয়েকটি নসীহত ৫০
প্রিয় নবীর নসিহত ৫০
হযরত লোকমান হাকিমের নসিহত ৫১
ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. এর নসীহত ৫২
ইবলিসের শত্রু-মিত্র ৫৩
মুসা আ. এর সহিফার ছয় বাক্য ৫৪

পূজা ও বাংলাদেশের অবস্থা

পুরো দেশজুড়েই এখন পূজার আয়োজন হয়। এ যেন এক মহাউৎসব। প্রস্তুত হয় হাজার হাজার পূজামণ্ডপ। এসব মণ্ডপে শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই ভিড় করে না; বরং বহু মুসলমানও যায় পূজা দেখতে। কেউ যায় আনন্দ উপভোগ করতে, কেউ স্বার্থ উদ্ধার করতে। বেশি যান নেতা-নেত্রীরা। অথচ কয়েক বছর আগেও দৃশ্যপট এমন ছিল না।

এদেশের হিন্দুরা তাদের এই ধর্মীয় উৎসব পালন করে আসছেন বহু বছর থেকেই। তখন তা সীমিত থাকত ঢাকেশ্বরী মন্দির এবং নির্দিষ্ট কিছু মন্দির-মণ্ডপ পর্যন্ত। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের একান্ত ধর্মীয় বিষয় বলে মুসলমানরা সেখানে যেত না। সরকারি-বেসরকারি মুসলিম নেতাদের উপস্থিতিও ছিল কম। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে যেভাবে পূজা উদ্‌যাপন হচ্ছে এবং মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে যে প্রচার-প্রচারণা চলছে তা সম্পূর্ণই ভিন্ন। এখন পূজার সময় মনে হয় না এটি এদেশের ১০-১২% নাগরিকের একটি উৎসব; বরং সবকিছু দেখে মনে হয় এ যেন হিন্দু-প্রধান একটি দেশ।

সে যাই হোক। পূজা যাদের, তারা সেটা নিরাপদে আর আনন্দেই পালন করুক। এ সমস্ত পূজামণ্ডপে গিয়ে কিংবা পূজাকেন্দ্রিক কোনো উৎসবে উপস্থিত হয়ে জাতীয় নেতাদের কেউ কেউ বিভিন্ন নীতিবাক্য ও উপদেশও উচ্চারণ করে থাকেন। সংখ্যালঘুরা যেন এদেশে বুক ফুলিয়ে চলতে পারে, তারা যেন তাদের সব অধিকার নিজেরাই আদায় করে নেয়, সেসব কথাও বলা হয়। বলা হয় তাদেরকে দেয়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা এবং তাদের পাশে যে এ দেশের নেতারা সজাগ ও সক্রিয় আছেন সে কথাও। এরই সঙ্গে সম্প্রতি তারা আরেকটি কথাও বলতে শুরু করেছেন। সেটি হচ্ছে, 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'। কোনো কোনো নেতা বলেছেন, 'ধর্ম সম্প্রদায়ের, উৎসব সকলের'। সম্ভবত তাদের এ বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই বর্তমান ব্যাপকহারে পোস্টারিং চলছে 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার', 'ধর্ম সম্প্রদায়ের উৎসব সকলের' ও 'ধর্ম

ব্যক্তির উৎসব সবার' ইত্যাদি স্লোগান। আর এই কথার চাদরে মুখ লুকিয়ে নিজেদের পূজায় যাওয়ার বৈধতা খুঁজে বেড়ান আমাদের কিছু মুসলিম নামধারী ভাই ও বোনেরা।

পূজার উৎসব এবং পূজাকে পৃথকভাবে দেখার সুযোগ নেই

আমাদের আলোচনায় পূজার উৎসব নিয়ে নেতাদের মুখে উচ্চারিত ও প্রচারকৃত বাক্যগুলোর মূলকথা বা নির্যাস নিয়েই কিছু আলোচনা করতে চাই। শুরুতেই আমাদের নিবেদন হচ্ছে, যেহেতু পূজা কিংবা অপর ধর্মীয় কোনো উৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে ঈমানের প্রশ্ন জড়িত, তাই এ বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণটি শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্য কোনো রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক তত্ত্ব কিংবা ভাবাবেগের সাহায্য এক্ষেত্রে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। সে হিসেবে প্রথমেই আমরা যে কথাটি পেশ করতে চাই সেটি হচ্ছে, সাধারণ যুক্তিতে কিংবা শরিয়তের আলোকে এই বাক্যগুলোকে বাস্তবসম্মত বলে সাব্যস্ত করা যায় না। কারণ বিগত কয়েক বছর যাবৎ আমরা যে কথাটি শুনছি, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' এটি কেবল পূজার সময়ই এবং পূজাকে উপলক্ষ্য করেই বলা হচ্ছে। মুসলমানদের কোনো ঈদ (উৎসব) নিয়ে এ জাতীয় বাক্য উচ্চারিত হতে শোনা যায়নি। আর পূজার বিষয়টি সম্পূর্ণই ধর্মীয় বিশ্বাসনির্ভর, যা সংশ্লিষ্ট ধর্মের লোকেরা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতির ভিত্তিতে করে থাকে। এ উপলক্ষ্যে তাদের যে উৎসব-আনন্দ সেটি সম্পূর্ণই পূজাকে কেন্দ্র করে। পূজাকে কেন্দ্র করে 'প্রতিমা' তৈরি করা হয়, প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং বহুরকম কেনাকাটা ও আয়োজনের সমারোহ চালানো হয়। এভাবেই পূজাকেন্দ্রিক মহা এক উৎসবের ব্যবস্থা হয়। সুতরাং এ উৎসব-আনন্দ আর ধর্মীয় বিশ্বাস প্রত্যেকটিই একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই এখানে উৎসব-আনন্দের বিষয়টিকে পৃথক করে দেখা এবং পূজার বিষয়টিকে পৃথক করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। বিষয়গুলো মূলত পৃথক নয়।

ঈদের আনন্দ, ঈদের নামায ও কুরবানিকে পৃথকভাবে দেখার সুযোগ নেই

পূজার উৎসব ও পূজাকে পৃথক করে দেখার সুযোগ নেই। যেমনিভাবে মুসলমানদের ঈদুল আযহায় ঈদের নামায ও কুরবানি প্রধান দুটি কাজ। এই দুই কাজের ওপর ভিত্তি করেই আনন্দ-উৎসব করা হয়। তাই ঈদুল আযহার আনন্দ-উৎসবকে ঈদের নামায ও কুরবানি থেকে পৃথক করে দেখার সুযোগ নেই।

ইসলামের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি ঈদের নামায আদায় করবে না, কুরবানি করবে না (ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও), তার জন্য কোনোক্রমেই ঈদুল আযহার আনন্দ-উৎসব করার অধিকার নেই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসে বলেন,

> عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا
>
> হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি করলো না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।[১]

সে হিসেবে ঈদুল আযহার ব্যাপারে এখন কেউ যদি বলে, ধর্মীয় কাজগুলো মুসলমানদের হলেও এ উৎসব সবার, স্পষ্টতই তা বাস্তবসম্মত হবে না। তাইতো কোনো ঈদের জামাতের আশেপাশে বা জাতীয় ঈদগাহ ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে কোনো হিন্দু ধর্মাবলম্বী বা অন্য ধর্মের লোকদের সমবেত হতে দেখা যায় না।

মুসলিমদের ঈদ হিন্দুদের জন্য নয় এবং হিন্দুদের পূজা মুসলিমদের জন্য নয়

ঈদের আনন্দ, ঈদের নামায এবং কুরবানিকে পৃথক করে দেখার সুযোগ নেই। তেমনিভাবে পূজার উৎসব এবং পূজাকে পৃথক করে দেখার সুযোগ নেই। সুতরাং উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার বুঝা

---

১. মুসনাদে আহমাদ হা. ৮২৭৩।

যায় যে, মুসলমানদের ঈদ (উৎসব) মুসলমানদের জন্য আর হিন্দুদের উৎসব হিন্দুদের জন্য। মুসলমানদের ঈদ (উৎসব) হিন্দুদের জন্য নয় আর হিন্দুদের উৎসব (পূজা) মুসলমানদের জন্য নয়।

ভিন্ন ধর্মভিত্তিক উৎসবকে সবার উৎসব সাব্যস্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয়

মুসলমানদের ঈদ (উৎসব) হিন্দুদের জন্য নয় আর হিন্দুদের উৎসব (পূজা) মুসলমানদের জন্য নয়। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বোঝার জন্য ঈদুল আযহা নিয়ে শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মানসিক অবস্থা বিচার করলেও যথেষ্ট হবে। তাদের কাছে গরু হলো পবিত্র পশু। এই গরু নিয়ে কত কাণ্ডই না ঘটে যাচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু-প্রধান দেশে। সেখানে সরকারি দলের লোকদের হাতে নিহত-নিগৃহিত হচ্ছে সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজ। এ নির্যাতন শুধু গরুর গোশত খাওয়ার অভিযোগে। এমনকি গরুর পবিত্রতা প্রকাশ করতে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে গরুর গোশতের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকাশ্যে স্বস্তির বাণী প্রকাশ করেছেন। এ হচ্ছে গরু-সংক্রান্ত হিন্দুদের বিশ্বাস। অপরদিকে মুসলমানরা সেদিন গরু যবেহের মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম পালন করে আনন্দ করে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মুসলমানদের এই আনন্দের দিন ও উৎসব হিন্দুদের জন্য আনন্দের নয়। অপরদিকে আমাদের জন্য ঠিকই আনন্দের। উট, দুম্বা, ছাগল, ভেড়া-মহিষ কুরবানির সুযোগ থাকলেও পাক-ভারত উপমহাদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কুরবানি দেওয়া হয় গরু। এজন্য এতদঞ্চলে কুরবানির ঈদকেও 'বকরীদ' হিসেবে উল্লেখ করা হয। এখানে 'বকর' মানে গরু। এতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হলো যে, এক ধর্মাবলম্বীদের ধর্মভিত্তিক উৎসবকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উৎসব হিসেবে সাব্যস্ত করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

ধর্ম যার যার উৎসবও তার তার

বিবাহ সামাজিক বন্ধনের অন্যতম একটি মাধ্যম। আমরা এটাই জানি যে, বিবাহ যার বউ তার। এখন যদি বলা হয় 'বিবাহ যার যার বউ সবার' এ কথাটি যেমন অবাস্তব ও অযৌক্তিক, ঠিক তেমনিভাবে 'ধর্ম

যার যার উৎসব সবার' এ কথাটিও অবাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত নয়। হ্যাঁ, যুক্তিসঙ্গ কথা হলো 'বিবাহ যার যার বউও তার তার।' অনুরূপভাবে 'ধর্ম যার যার উৎসবও তার তার।'

'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' হিন্দুরাও স্বীকার করে না

'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' হিন্দু ধর্মানুসারীরাও এ ধরনের বক্তব্য স্বীকার করে না। যদি করতো, তাহলে ভারতীয় মুসলমানদের পবিত্র কোরবানির উৎসবে হিন্দুরা হিংসাত্মক আক্রমণ ও বাধা দিতো না। গরু কোরবানির হালাল কাজে বাধা দিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করতো না।

যুক্তিসঙ্গ এক ঘটনার উদাহরণ

ধরুন, কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আপনার মায়ের পরিবারে একটি কলহ হচ্ছে। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। আপনার মায়ের সাথে আপনার কোন মামার তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেল (এখানে ধরে নিচ্ছি যে, আপনার ঐ মামা আপনার মায়ের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট)। ঝগড়ার একপর্যায়ে আপনার ঐ মামা আপনার মায়ের দিকে তেড়ে গিয়ে চরম অসভ্যের মতো বলে উঠলেন, 'চুপ! আর একটা কথাও বলবি না!'। একপর্যায়ে অনেক চেষ্টা করে আপনার মায়ের কাছ থেকে তাকে টেনে সরিয়ে আনা হলো।

এবার আপনি বলুন তো, আপনার মায়ের সাথে এরকম অসভ্য ব্যবহারের পর আপনি আর জীবনে কখনো ঐ মামার সাথে আন্তরিক ব্যবহার করতে পারবেন? আমি মেনেই নিচ্ছি যে, সামাজিকতার খাতিরে আমাদের মন সায় না দিলেও অনেককিছুই আমাদের মেনে নিতে হয়। সে হিসাবে হয়তো আপনি মেনে নিলেও নিতে পারেন। কিন্তু আপনি কি তাঁর সাথে আগের মতো আন্তরিক ভঙ্গিতে কথা বলতে পারবেন? নিশ্চয় নেতিবাচক উত্তর আসবে। না, আপনি পারবেন না।

কেন পারবেন না? কারণ তিনি আপনার মাকে চূড়ান্তভাবে অপমান করেছে। আচ্ছা, তিনি তো আপনার মাকে অপমান করেছে, আপনাকে তো করেনি! তাহলে আপনার এত গায়ে লাগে কেন? এর উত্তরও